কালের কণ্ঠ

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

// অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ফান্ডের চাঁদা বৃদ্ধি //

আন্দোলনে যাচ্ছেন শিক্ষকরা ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের মাসিক চাঁদা ৬ শতাংশের বদলে ১০ শতাংশ করায় কঠোর আন্দোলনে যাচ্ছেন শিক্ষকরা। শিক্ষক সংগঠনগুলো একে একে তাদের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করছে। অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছে প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে। এবার আন্দোলনে যোগ দিল সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট। তাদের পাশাপাশি গতকাল শুক্রবার রাজধানীতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিও পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ১৮ জুলাই প্রতিটি জেলা সদরে সংবাদ সম্মেলন, ২০ জুলাই মানববন্ধন, ২৩ জুলাই দাবির সপক্ষে মিছিল এবং ২৮ জুলাই জেলা সদরে শিক্ষক-কর্মচারী সমাবেশ ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান। এই সময়ের মধ্যে বর্ধিত চাঁদা প্রত্যাহার না হলে ৭ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে পরবর্তী বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে একই দাবিতে পৃথক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ৩০ জুলাই পর্যন্ত সময় দিয়েছে। এর মধ্যে দাবি মানা না হলে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ, অনশন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাগাতার ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া হয়।

উভয় সংগঠনই সংবাদ সম্মেলনে অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের ৪ শতাংশ বর্ধিত চাঁদার গেজেট বাতিল, সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মতো বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট, বৈশাখী ভাতা, পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, পূর্ণাঙ্গ বাড়ি ভাড়া ও পেনশন প্রদানসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে।

ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, 'অবসর-কল্যাণের চাঁদার হার বাড়ানো নিয়ে দেশব্যাপী শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পত্র-পত্রিকায় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব, অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্যসচিবের মতামত প্রকাশিত হলেও তাতে শিক্ষকসমাজ আশ্বস্ত হতে পারছে না। যে সভায় চাঁদা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে সেখানে আলোচ্যসূচিতে এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাব ছিল না। বিবিধ আলোচনায় চাঁদা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধানের পরিপন্থী।'

বর্ষীয়ান এই শিক্ষক নেতা বলেন, 'অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে শিক্ষকরা এখন যে সুবিধা পাচ্ছেন চাঁদা বাড়ালেও একই সুবিধা পাবেন। তাহলে এই চাঁদা বাড়ানোর যৌক্তিকতা কোথায়? চাঁদা কর্তনের হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা দরকার। একই সঙ্গে বোর্ডের বর্তমান ও সাবেক সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা করা দরকার। একই সঙ্গে অবসর বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের আয় বৃদ্ধি ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রতি বাজেটে এই দুই বোর্ডের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।'

অন্য সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল বাশার হাওলাদার বলেন, 'কতিপয় সুবিধাভোগী ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী বিতর্কিত শিক্ষক নেতাদের হঠকারী পরামর্শে এ ধরনের সিদ্ধান্তে শিক্ষকসমাজ হতাশ। বিধি অনুসারে আমাদের চাঁদার টাকার সঙ্গে সরকারি বরাদ্দ মিলিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরকালীন টাকা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করার কথা। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীরা সেই টাকা চার-পাঁচ বছরেও পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় অতিরিক্ত ৪ শতাংশ চাঁদা কর্তন যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। এই অমানবিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি।'

উভয় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ আসাদুল হক, মো. আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার, অধ্যক্ষ ফয়েজ হোসেন, মো. মহসিন রেজা, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, মো. শহীদুল্লাহ প্রিন্স, জসিম উদ্দিন সিকদার প্রমুখ।